এক টুকরো প্রেম

মাহমুদা রুনু

খুব কাছে ছিলেম
দক্ষিনের সমুদ্র ঘেরা, তোমার।
ভালবাসায় টইটুম্বুর পদ্মপুকুরে
তখন নীলপদ্ম দল মেলে তোমার
পরশের জন্যে হোন্যে ছিল।
বিদ্যুতের চমকিত বিজলীর বিস্ময়
জরীর সুতোয় একতারে
বেধেছিনু প্রেম-তান।
বিপুল তরঙ্গের তান্ডবে
ময়ুরপঙ্খী নাওয়ে ভেসে ভেসে
চলে আসা।
দুর সুদুরে বহুদুরের জনারন্যে।
নাফনদীর প্রান্ত ছুয়ে,
কেয়াবনের কেতকীর কলতানে,
বিচ্ছেদের ঘর বেধেছি -
ছিন্নদ্বীপের ছত্রভঙ্গ ছাউনির কোনঘেসে।
অন্তরের গভীর সিন্দুকে তুমি আছো
আবিনাশী তুমি।
হাওরের সীমাহীন জলাঙ্গির ক্লান্ত হাস,
সুরমার সুরম্য পাথর-জলের মাখামাখি তট,
জলের ঝটপটে ইলিশ,
কৃষ্ণচুরার রক্তিম উচ্ছাস,
বদ্ধভুমির করুন কিরনে একটি প্রাণপ্রিয় ভাইয়ের মুখ,
এক অনন্ত ঔশ্বর্য।

হে আমার অন্তর গ্রথিত অনির্বান প্রেম
তোমার ভুগর্ভ হোতে অফুরন্ত জালানীর উৎস
নেই নেই রবে কাদছে —
তোমার হাজারনদীর ধারায় পানীয় জলের স্তর
নেমে নেমে অদৃশ্য গর্ভে যায় যায় —
“আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে” আশির্বানী
ফিকে ধুসর —
বানে-ঝড়ে ভেসে দুমরিয়ে একাকার।
কী অসীম সাহসী
কী বিক্রম যোদ্ধা
প্রতিটি জন্ম তোমার ব-দ্বীপে।
বুক বেধে উচিয়ে রাখে তোমার মানচিত্র।
রোজভোরে পাখীরা চেনা সুরে ডাকে
ফুলেরা মহোৎসবে ফোটে রঙ্গের রঙ্গনে
ভাটিয়ালী গানে মাঝি চলে যায় দুর পরবাসে
সেইতো আমার একটুকরো প্রেম।
যাকে রেখেছি গহীন সিন্দুকে
এভাবে দেখি, ওভাবে দেখি,
দেখি আঁধারে, দেখি আলোয়,
ঘুমে, জাগরনে।

কেন এই ফেলে আসা বিচ্ছেদে
বেঁচে থাকা ?
কেন এই অন্তরিক্ষ যাত্রা? জল নেই স্থল নেই।
শুন্যতার শোকগাথায়।

২০ মে ২০০৯